BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (5th VOLUME)

NET RELEASE : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : SRISTIR SUCHONA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

অধ্যায় ঃ সৃষ্টির সূচনা

١٩٨٣. مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّبِيْعُ ابْنُ خُثَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلٌّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ وَ هَيِّنٌ وَهَيِّنٌ مِثْلُ لَيِّنٍ وَلَيِّنٍ وَمَيِّتٍ وَمَيْتٍ وَضَيِّقٍ وَضَيْقٍ ، اَفَعَيِيْنَا اَفَاَعْيَيْنَا عَلَيْنَا حِيْنَ اَنْشَاَكُمْ وَاَنْشَاَ خَلْقَكُمْ لُغُوْبٌ اللُّغُوْبُ النَّصَبُ اَطْوَارًا ، طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ اَيْ قَدْرَهُ

১৯৮৩. মহান আল্লাহর বাণীঃ আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, আবার তিনিই তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম ঃ ২৭) রাবী ইব্‌ন খুসাইম এবং হাসান বসরী (র) বলেন, সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ। আর هَيِّنٌ ও هَيِّنٌ যার অর্থ সহজ, উচ্চারণের দিক দিয়ে যথাক্রমে لَيِّنٌ ও لَيِّنٌ , مَيِّتٌ ও مَيِّتٌ এবং ضَيِّقٌ ও ضَيِّقٌ -এর অনুরূপ। اَفَعَيِيْنَا এর অর্থ আমার পক্ষে কি এটা কঠিন, যখন তিনি তোমাদের পয়দা করেছেন এবং তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছেন? لُغُوْبٌ ক্লান্তি। اَطْوَارًا কখনও এ অবস্থায়, আবার কখনও অন্য অবস্থায় عَدَا طَوْرَهُ -সে তার মর্যাদা অতিক্রম করল।

٢٩٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا بَنِيْ تَمِيْمٍ اَبْشِرُوْا قَالُوْا بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَجَاءَهُ اَهْلُ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اقْبَلُوْا الْبُشْرٰى اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ قَالُوْا قَبِلْنَا فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ

banglainternet.com

بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ لَيْتَنِيْ لَمْ اَقُمْ

২৯৬৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র).....ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বানূ তামীমের একদল লোক নবী ﷺ-এর খেদমতে এল, তখন তিনি তাদের বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন তারা বলল, আপনি তো সুসংবাদ জানিয়েছেন, এবার আমাদের দান করুন। এতে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। এ সময় তাঁর কাছে ইয়ামনের লোকজন আসল। তখন তিনি বললেন, হে ইয়ামনবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তামীম সম্প্রদায়ের লোকেরা তা গ্রহণ করেনি। তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। তখন নবী ﷺ সৃষ্টির সূচনা এবং আরশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। এর মধ্যে একজন লোক এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উটনীটি পালিয়ে গেছে। হায়! আমি যদি উঠে না চলে যেতাম।[১]

٢٩٦٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَعَقَلْتُ نَاقَتِىْ بِالْبَابِ فَاَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا بَنِىْ تَمِيْمٍ ، قَالُوْا قَدْ بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ ، قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالُوْا جِئْنَاكَ نَسْاَلُكَ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ ، قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَىْءٍ وَخَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَنَادٰى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْنِ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا هِىَ تَقْطَعُ دُوْنَهَا السَّرَابُ فَوَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ تَرَكْتُهَا وَرَوٰى عِيْسٰى عَنْ رَقَبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ ﷺ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

banglainternet.com

১। এটা ইমরানের উক্তি। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 'আমি যদি উটনীর খোঁজে নবী ﷺ -এর খেদমত হতে উঠে না যেতাম, তা হলে আমি তাঁর পবিত্র বাণী শুনা হতে বঞ্চিত হতাম না।'

২৯৬৫ উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র).....ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার উটনীটি দরজার সাথে বেঁধে নবী ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে তামীম সম্প্রদায়ের কিছু লোক এল। তিনি বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। উত্তরে তারা বলল, আপনি তো আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, এবার আমাদেরকে কিছু দান করুন। একথা দু'বার বলল। এর পর তাঁর কাছে ইয়ামানের কিছু লোক আসল। তিনি তাদের বললেন, হে ইয়ামনবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ বানূ তামীমগণ তা গ্রহণ করে নাই। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। তারা আরো বলল, আমরা দীন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার খেদমতে এসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, (শুরুতে) একমাত্র আল্লাহই ছিলেন, আর তিনি ব্যতীত আর কোন কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে। এরপর তিনি লাওহে মাহফুজে সব কিছু লিপিবদ্ধ করলেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। এ সময় জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে ইব্ন হুসাইন! আপনার উটনী পালিয়ে গেছে। তখন আমি এর তালাশে চলে গেলাম। দেখলাম তা এত দূরে চলে গেছে যে, তার এবং আমার মধ্যে মরীচিকাময় ময়দান ব্যবধান হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তখন উটনীটিকে একেবারে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলাম। ঈসা (র).....তারিক ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা নবী ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আমাদের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। অবশেষে তিনি জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী তাদের নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করার কথাও উল্লেখ করলেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি স্মরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।

٢٩٦٦ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ اَبِيْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَتَمَنِي ابْنُ اٰدَمَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يَشْتِمَنِي وَيُكَذِّبُنِيْ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اَمَّا شَتْمُهُ اِيَّايَ فَقَوْلُهُ : اِنَّ لِيْ وَلَدًا ، وَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ فَقَوْلُهُ : لَنْ يُعِيْدَنِيْ كَمَا بَدَأَنِيْ

২৯৬৬ আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ শাইবা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে গালমন্দ করে অথচ আমাকে গালমন্দ করা তার উচিত নয়। আর সে আমাকে অস্বীকার করে অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালমন্দ করা হচ্ছে, তার এ উক্তি যে, আমার সন্তান আছে। আর তা অস্বীকার করা হচ্ছে, তার এ উক্তি, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে কখনও তিনি আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না।

٢٩٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

banglainternet.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهٖ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ

২৯৬৭ কুতাইবা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টি কার্য সমাধা করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহ্ফুজে লিখেন, যা আরশের উপর তাঁর কাছে বিদ্যমান। নিশ্চয়ই আমার করুণা আমার ক্রোধের চেয়ে প্রবল।

١٩٨٤. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ الاية وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ السَّمَاءِ سَمْكَهَا بِنَاءَهَا وَالْحُبُكُ اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا ، اَذِنَتْ سَمِعَتْ وَاَطَاعَتْ ، وَاَلْقَتْ اَخْرَجَتْ ، مَا فِيْهَا مِنَ الْمَوْتٰى ، وَتَخَلَّتْ عَنْهُمْ ، طَحَاهَا دَحَاهَا ، بِالسَّاهِرَةُ وَجْهِ الْاَرْضِ ، كَانَ فِيْهَا الْحَيَوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهَرُهُمْ

১৯৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাত যমীন। মহান আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং যমীনও, ওদের অনুরূপভাবে (৬৫ ঃ ১২) اَلْمَرْفُوْعِ وَالسَّقْفِ -আকাশ। سَمْكَهَا -এর ভিত্তি! وَالْحُبُكُ -তার সমতা-- সৌন্দর্য اَذِنَتْ -সে শুনল ও মান্য করল। وَاَلْقَتْ সে (যমীন) তার সকল মৃতকে বের করে দেবে এবং তা খালি হয়ে যাবে ওদের থেকে। طَحَاهَا তাকে সকল দিক থেকে বিছিয়ে দিয়েছে। بِالسَّاهِرَةِ -ভূপৃষ্ঠ যা সকল প্রাণীর নিদ্রা ও জাগরণের স্থান

٢٩٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فِيْ اَرْضٍ فَدَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذٰلِكَ فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْاَرْضَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ

২৯৬৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবূ সালমা ইবন আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন), কয়েকজন লোকের সাথে একটি জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ ছিল। আয়িশা (রা)-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। তিনি বললেন, হে আবূ সালমা! জমা-জমির ঝামেলা থেকে দূরে থাক। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ

banglainternet.com

বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ অন্যের জমি জুলুম করে আত্মসাৎ করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের হার তার গলায় পরানো হবে।[১]

٢٩٦٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرَضِيْنَ

২৯৬৯ বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র).....সালিম (রা)-এর পিতা (ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির সামান্যতম অংশও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে।

٢٩٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ، اَلسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبَ مُضَرَ ، الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ

২৯৭০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (রা).....আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন থেকে সময় যেরূপে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেরূপে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যূল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম॥তিনটি মাস পরপর রয়েছে। আর এক মাস হলো রজব -ই-মুযার[২] যা জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে অবস্থিত।

٢٩٧١ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ اَنَّهُ خَاصَمَتْهُ اَرْوٰى فِيْ حَقٍّ زَعَمَتْ اَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا اِلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا انْتَقَصْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ

banglainternet.com

১। আল্লাহ তাকে মাটিতে পুঁতে দেবেন। এরপর আত্মসাৎকৃত জমি তার গলায় বেড়ী বা হাসুলীর মত বানিয়ে পরিয়ে দেয়া হবে। (কিরমানী শরহে বুখারী।)

يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ - قَالَ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِىْ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ

২৯৭১ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র).......সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত, 'আরওয়া' নামক জনৈকা মহিলা এক সাহাবীর (সাঈদের) বিরুদ্ধে মারওয়ানের নিকট (জমি সংক্রান্ত বিষয়ে) তার ঐ পাওনা সম্পর্কে মামলা দায়ের করল, যা তার (মহিলাটির) ধারণায় তিনি (সাঈদ) নষ্ট করেছেন। ব্যাপার শুনে সাঈদ (রা) বললেন, আমি কি তার (মহিলাটির) সামান্য হকও নষ্ট করতে পারি? আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুলুম করে অন্যের এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শৃংখল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। ইব্‌ন আবুয যিনাদ (র) হিশাম (র) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি (হিশামের পিতা উরওয়া) (রা) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) আমাকে বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হলাম (তখন তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন)।

١٩٨٥. بَابٌ فِى النُّجُوْمِ وَقَالَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ، خَلَقَ هٰذِهِ النُّجُوْمَ لِثَلاَثٍ : جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدٰى بِهَا ، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيْهَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ اَخْطَأَ وَاَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكَلَّفَ مَالاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَشِيْمًا مُتَغَيِّرًا وَ الْاَبُّ مَا يَأْكُلُ الْاَنْعَامُ ، اَلْاَنَامُ الْخَلْقُ ، بَرْزَخٌ حَاجِزٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْفَافًا ، مُلْتَفَّةً وَالْغُلْبُ الْمُلْتَفَّةُ فِرَاشًا مِهَادًا كَقَوْلِهِ : وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ نَكِدًا قَلِيْلاً

১৯৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ নক্ষত্ররাজি প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন, (আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ) আর আমি দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। (৬৭ ঃ ৫) (এ সম্পর্কে কাতাদা (র) বলেন) এ সব নক্ষত্ররাজি তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১) বানিয়েছেন এদেরকে আসমানের সৌন্দর্য, (২) শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করার জন্য (৩) এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন হিসেবে। অতএব যে ব্যক্তি এদের সম্পর্কে এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয় সে ভুল করে, নিজ প্রাপ্য হারায় এবং সে এমন বিষয়ে কষ্ট করে যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, هَشِيْمًا -অর্থ পরিবর্তন আর اَلْاَبُّ -অর্থ তৃণ যা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, اَلْاَنَامُ -অর্থ মাখলুক بَرْزَخٌ -অর্থ প্রতিবন্ধক আর মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْفَافًا -অর্থ জড়ানো আর اَلْغُلْبُ -অর্থ ঘন ও সন্নিবেশিত বাগান। فِرَاشًا -অর্থ বিছানা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর তোমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে অবস্থান স্থল। نَكِدًا -অর্থ অল্প

banglainternet.com

১। মুযার একটি সম্প্রদায়ের নাম। আরবের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে এ সম্প্রদায়টি রজব মাসের সম্মান প্রদর্শনে অতি কঠোর ছিল। তাই এ মাসটিকে তাদের দিকে সম্বন্ধ করে হাদীসে "রজব-মুযার" বলা হয়েছে।

١٩٨٦. بَابٌ صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : كَحُسْبَانِ الرَّحٰى ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بِحِسَابٍ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا حُسْبَانٌ ، جَمَاعَةُ حِسَابٍ مِثْلُ شِهَابٍ وَشُهْبَانٍ ضُحَاهَا ضَوْؤُهَا ، اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لاَ يَسْتُرُ ضَوْءُ اَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْاٰخَرِ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُمَا ذٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيْثَانِ ، نَسْلَخُ نُخْرِجُ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ وَيُجْرٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَاهِيَةٌ وَهْيُهَا تَشَقُّقُهَا اَرْجَائُهَا مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا فَهُمْ عَلٰى حَافَتَيْهِ كَقَوْلِكَ عَلٰى اَرْجَاءِ الْبِئْرِ اَغْطَشَ ، وَجَنَّ اَظْلَمَ قَالَ الْحَسَنُ : كُوِّرَتْ تُكَوَّرُ حَتّٰى تَذْهَبَ ضَوْؤُهَا وَيُقَالُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ اتَّسَقَ اسْتَوٰى بُرُوْجًا مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اَلْحَرُوْرُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرَوْبَةَ : اَلْحَرُوْرُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُوْمُ بِالنَّهَارِ ، يُقَالُ : يُوْلِجُ يُكَوِّرُ وَلِيْجَةً كُلُّ شَىْءٍ اَدْخَلْتَهُ فِىْ شَىْءٍ

১৯৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এর জন্য মুজাহিদ (র) বলেন, উভয়ের আবর্তন চাকার আবর্তনের অনুরূপ। আর অন্যেরা বলেন, উভয় এমন এক নির্দিষ্ট হিসাব ও স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা তারা অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য লংঘন করতে পারে না। حُسْبَانٌ হল حِسَاب শব্দের বহুবচন, যেমন- شِهَابٌ এর বহুবচন হল شُهْبَانٌ - ضُحَاهَا এর অর্থ তার জ্যোতি। اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ -চন্দ্র-সূর্যের একটির জ্যোতি অপরটির জ্যোতিকে ঢাকতে পারে না, আর তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। سَابِقُ النَّهَارِ -রাত দিনকে দ্রুত অতিক্রম করে। উভয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে চায়। نَسْلَخُ আমি উভয়ের একটিকে অপরটি হতে বের করে আনি আর তাদের প্রতিটি চালিত করা হয় وَاهِيَةٌ এবং وَهْيُهَا এর অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া। اَرْجَائُهَا -তার সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি আর তারা তার উভয় উভয় পার্শ্বে থাকবে। যেমন তোমার উক্তি عَلٰى اَرْجَاءِ الْبِئْرِ -কূপের তীরে اَغْطَشَ -وَجَنَّ-অন্ধকারে ছেয়ে গেল। হাসান বসরী (র) বলেন, كُوِّرَتْ -অর্থ লেপটিয়ে দেয়া হবে, যাতে তার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর বলা হয়ে থাকে وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ আর শপথ রজনীর এবং তার যে জীবজন্তু একত্রিত করল। اتَّسَقَ -বরাবর হল। بُرُوْجًا -চন্দ্র সূর্যের কক্ষ ও নির্ধারিত স্থান। اَلْحَرُوْرُ-গরম বাতাস যা দিনের বেলায় সূর্যের সাথে প্রবাহিত হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, حَرُوْرُ রাত্রি বেলার আর سَمُوْمُ দিনের বেলার লু হাওয়া। বলা হয় يُوْلِجُ -অর্থ প্রবিষ্ট করে বা করবে وَلِيْجَةً অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু যা তুমি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়েছ

٣٢٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِىْ ذَرٍّ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ

banglainternet.com

فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَاْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوْشِكُ اَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَتَسْتَاْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنُ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

২৯৭২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবূ যার (রা)-কে বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সিজ্‌দায় পড়ে যায়। এরপর সে পুনঃ উদিত হওয়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। আর অচিরেই এমন সময় আসবে যে, সিজ্‌দা করবে কিন্তু তা কবূল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যে পথে এসেছ সে পথে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে—এটাই মর্ম হল মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর সূর্য গমন করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটাই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (৩৬ ঃ ৩৮)

٢٩٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الدَّاَنَاجُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৯৭৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে লেপটিয়ে দেওয়া হবে।

٢٩٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا

২৯৭৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলাইমান (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং এ দু'টো আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

banglainternet.com

٢٩٧٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ

২৯৭৫ ইসমাঈল ইব্ন আবূ উওয়াইস (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন আল্লাহ্র যিক্র করবে।

٢٩٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِىَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهِىَ اَدْنٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ

২৯৭৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যেদিন সূর্যগ্রহণ হল, সে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীর বললেন, এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন এরপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এবং তিনি পূর্বের ন্যায় দাঁড়ালেন। আর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন কিন্তু তা প্রথম কিরাআত থেকে কম ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকু' করলেন কিন্তু তা প্রথম রাকআতের তুলনায় কম ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। তিনি শেষ রাকআতেও অনুরূপই করলেন, পরে সালাম ফিরালেন। এ সময় সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে খুত্বা দিলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে বললেন, অবশ্য এ দু'টি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ-চন্দ্র গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখনই সালাতে ভয়-ভীতি নিয়ে ধাবিত হবে।

banglainternet.com

٢٩٧٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا

২৯৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে হয় না বরং উভয়টি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে, তখন তোমরা সালাত আদায় করবে।

١٩٨٧. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قَوْلِهِ : وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، قَاصِفًا تَقْصِفُ كُلَّ شَىْءٍ لَوَاقِحَ مَلاَقِحَ مُلْقِحَةٌ اَعْصَارٌ رِيْحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ كَعَمُوْدٍ فِيْهِ نَارٌ صِرٌّ بَرْدٌ نُشُرًا مُتَفَرِّقَةً

১৯৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তিনিই আপন অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ূ প্রেরণ করেন (২৫ ঃ ৪৮) قَاصِفًا -অর্থ যা সব কিছু ভেঙ্গে দেয়। لَوَاقِحَ - مَلاَقِحَ مُلْقِحَةٌ শব্দদ্বয় শব্দের বহুবচন, যার অর্থ বৃষ্টি বর্ষণকারী। اَعْصَارٌ ঝঞ্ঝা বায়ূ যা যমীন থেকে আকাশের দিকে স্তম্ভাকারে প্রবাহিত হতে থাকে, যাতে আগুন বিরাজ করে। صِرٌّ -অর্থ শীতল। نُشُرًا অর্থ বিস্তৃত

٢٩٧٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ

২৯৭৮ আদম (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পূবালী বায়ূ দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বায়ূ দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

٢٩٧٩ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَاٰى مَخِيْلَةً فِى السَّمَاءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَاِذَا اَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَفَتْهُ عَائِشَةُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَدْرِىْ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ الْاٰيَةَ

banglainternet.com

২৯৭৯ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে অগ্রসর হতেন, আবার পেছনে সরে যেতেন। আবার কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন, আবার বের হয়ে যেতেন আর তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে যখন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করত তখন তাঁর এ অবস্থা কেটে যেত। আয়িশা (রা)-এর কারণ জানতে চাইলে নবী ﷺ বলেন, আমি জানি না, এ মেঘ ঐ মেঘও হতে পারে যা দেখে আদ জাতি যেমন বলেছিল ঃ এরপর যখন তারা তাদের উপত্যকার অভিমুখে উক্ত মেঘমালা অগ্রসর হতে দেখল। (৪৬ ঃ ২৪)

١٩٨٨. بَابُ ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ : وَقَالَ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ الْمَلاَئِكَةُ

১৯৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ ফিরিশ্‌তার বিবরণ। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) নবী ﷺ -এর নিকট বললেন, ফিরিশ্‌তাকূলের মধ্যে জিব্‌রাঈল (আ) ইয়াহুদীদের শত্রু।[১] আর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ এই উক্তি ফিরিশ্‌তাদের

٢٩٨٠. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ اِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا وَاُتِيْتُ بِدَابَّةٍ اَبْيَضَ دُوْنَ الْبَغْلِ ، وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ حَتّٰى اَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ ، قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ، قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَاَتَيْتُ عَلٰى اٰدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ

১। একথা বলার সময় আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ইয়াহুদী ছিলেন। এখানে তিনি স্বধর্মের ইয়াহুদীদের ধারণাই ব্যক্ত করেছেন, কারণ ইয়াহুদীদের উপর সকল আযাবের সংবাদ জিব্‌রাঈল (আ)-ই নিয়ে এসেছেন। কাজেই তারা তাঁর সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করত।

banglainternet.com

ابْنِ وَنَبِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَأَتَيْتُ عَلٰى عِيْسٰى وَيَحْيٰى فَقَالاَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَأَتَيْتُ عَلٰى يُوْسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قِيْلَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَأَتَيْتُ عَلٰى اِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَأَتَيْنَا عَلٰى هَارُوْنَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَأَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكٰى ، فَقِيْلَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هٰذَا الْغُلاَمُ الَّذِيْ بُعِثَ بَعْدِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِيْ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَأَتَيْتُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اِبْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يُصَلِّيْ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ

banglainternet.com

اَلْفَ مَلَكٍ اِذَا خَرَجُوْا لَمْ يَعُوْدُوْا اٰخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ، وَرُفِعَتْ لِيْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبْقُهَا كَاَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَاَنَّهُ اٰذَانُ الْفُيُوْلِ فِيْ اَصْلِهَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَسَاَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلاَةً ، فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جِئْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلاَةً ، قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَاَلْتُهُ فَجَعَلَهَا اَرْبَعِيْنَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلاَثِيْنَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا فَاَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا ، فَاَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا ، فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ فَنُوْدِيَ اِنِّيْ قَدْ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ وَاَجْزِيْ بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا ، وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ

২৯৮-৩ হুদবা ইব্ন খালিদ ও খলীফা (ইব্ন খাইয়াত) (র).....মালিক ইব্ন সা'সা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি কাবা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ–এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এরপর তিনি দু' ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, আমার নিকট স্বর্ণের একটি তশতরী নিয়ে আসা হল—যা হিক্মত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার বুক থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। এরপর আমার পেট যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হল। তারপর তা হিক্মত ও ঈমানে পরিপূর্ণ করা হল এবং আমার নিকট সাদা চতুষ্পদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর হতে ছোট আর গাধা থেকে বড় অর্থাৎ বুরাক। এরপর তাতে আরোহণ করে আমি জিব্রাঈল (আ) সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌছলাম। জিজ্ঞাসা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেয়া হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি আদম (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নবী! তোমার প্রতি ধন্যবাদ। এরপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন

banglainternet.com

করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নিকট আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নবী! আপনার প্রতি ধন্যবাদ। তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইউসুফ (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সাথে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, আর তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইদ্‌রীস (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? বলা হল আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন হল আপনার সঙ্গে আর কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। বললেন, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমরা হারুন (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার পরে প্রেরিত, তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে বেহেশতে যাবে। এরপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্‌রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে ধন্যবাদ। আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর বায়তুল মামূরকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। আমি জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মামূর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা সালাত আদায় করেন। এরা এখান থেকে একবার বের হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসেন না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ। তারপর আমাকে 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' দেখানো হল। দেখলাম, এর ফল যেন, হাজারা নামক স্থানের মটকার ন্যায়। আর তার পাতা যেন হাতীর কান। তার মূলদেশে চারটি ঝরণা প্রবাহিত। দু'টি অভ্যন্তরে আর দু'টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিব্‌রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, অভ্যন্তরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টির একটি হল (ইরাকের) ফুরাত আর অপরটি হল (মিশরের) নীল নদ। তারপর আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কি করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি

banglainternet.com

আর আপনার উম্মাত এত (সালাত আদায়ে) সমর্থ হবে না। অতএব আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর অনুরোধ করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি সালাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটল। আর সালাতও ত্রিশ ওয়াক্ত করে দেয়া হল। পুরনায় অনুরূপ ঘটলে তিনি সালাত বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার অনুরূপ হল। তিনি সালাতকে দশ ওয়াক্ত করে দিলেন। এরপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে আসলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, এবার আল্লাহ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিলেন। আমি মূসার নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কি করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিয়েছেন। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছি। তখন আওয়াজ এল, আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের থেকে হালকা করে দিয়েছি। আর আমি প্রতিটি পূণ্যের জন্য দশগুণ সওয়াব দিব। আর বায়তুল মামূর সম্পর্কে হাম্মাম (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

٢٩٨١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِىٌّ وَ سَعِيْدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ اِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

২৯৮১ হাসান ইব্ন রাবী' (র).....যায়দ ইব্ন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ নিজ নিজ মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, এরপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। এরপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের ন্যায় চল্লিশ দিন) থাকে। এরপর আল্লাহ একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয় নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে (ফিরিশ্‌তাকে) লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিয্‌ক, তার জীবনকাল এবং সে কি পাপী হবে না পূণ্যবান হবে। এরপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার উপর অগ্রগামী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে আর একজন আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে, এমন সময় তার আমলনামা তার উপর অগ্রগামী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত আমল করে।

banglainternet.com

٢٩٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَتَابَعَهُ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ ، نَادٰى جِبْرِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِىْ جِبْرِيْلُ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ

২৯৮২ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিব্‌রাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্‌রাঈল (আ)-ও তাকে ভালবাসেন এবং জিব্‌রাঈল (আ) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসী তাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

٢٩٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ ، فَتُوْحِيْهِ اِلَى الْكُهَّانِ ، فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ

২৯৮৩ মুহাম্মদ (ইব্ন ইয়াহইয়া) (র).....নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, ফিরিশ্‌তাগণ মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশে (আল্লাহর) মীমাংসাকৃত বিধান আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শোনেও ফেলে। এরপর তারা তা গণকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তারা তার সেই শোনা কথার সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে (মানুষের কাছে) বলে থাকে।

banglainternet.com

٢٩٨٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ ، يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ طَوَوْا وَجَاؤُا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ

২৯৮৪ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন জুমুআর দিন হয় তখন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফিরিশ্‌তা এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি প্রথম মসজিদে প্রবেশ করে, তার নাম লিখে নেয়। তারপর পরবর্তীদের পর্যায়ক্রমে নাম। ইমাম যখন (মিম্বারে) বসে পড়েন তখন তারা এসব লিখিত পুস্তিকা বন্ধ করে দেন এবং তাঁরা মসজিদে এসে যিক্‌র (খুত্‌বা) শুনতে থাকেন।'

٢٩٨٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِى الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ اُنْشِدُ فِيْهِ ، وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَجِبْ عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ

২৯৮৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).....সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উমর (রা) মসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। (উমর (রা) তাকে বাধা দিলেন) তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। তারপর তিনি আবূ হুরায়রা (রা) -এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি; আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। "হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস (জিব্‌রাঈল (আ)) দ্বারা সাহায্য করুন।" তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।[১]

٢٩٨٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِحَسَّانَ اُهْجُهُمْ اَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ

banglainternet.com

১। মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর প্রতি উমর (রা) আপত্তি করাতে তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে সাক্ষী হিসাবে পেশ করলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতেও মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

২৯৮৬ হাফস ইব্‌ন উমর (র).....বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাস্‌সান (রা)-কে বলেছেন, তুমি তাদের (কাফিরদের) কুৎসা বর্ণনা কর অথবা তাদের কুৎসার উত্তর দাও। তোমার সাথে (সাহায্যার্থে) জিব্‌রাঈল (আ) আছেন।

٢٩٨٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى غُبَارٍ سَاطِعٍ فِىْ سِكَّةِ بَنِىْ غَنْمٍ ، زَادَ مُوْسٰى مَوْكِبَ جِبْرِيْلَ

২৯৮৭ ইসহাক (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন বানূ গানমের গলিতে ঊর্ধ্বে উত্থিত ধূলা স্বয়ং দেখতে পাচ্ছি আর (রাবী) মূসা এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, জিব্‌রাঈলের বাহনের পদচালনা করান।[১]

٢٩٨٨ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْىُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَاْتِىْ الْمَلَكُ اَحْيَانًا فِىْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيُفْصِمُ عَنِّىْ ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَىَّ ، وَيَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ اَحْيَانًا رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِىْ فَاَعِىْ مَا يَقُوْلُ

২৯৮৮ ফারওয়াহ্ (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট ওহী কিরূপে আসে? তিনি বললেন, 'এর সব ধরনের ওহী নিয়ে ফিরিশ্‌তা আসেন। কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় শব্দ করে (আসে) যখন ওহী আমার নিকট আসা শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি যা বলেছেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। আর এরূপ শব্দ করে ওহী আসাটা আমার নিকট কঠিন মনে হয়। আর কখনও কখনও ফিরিশ্‌তা আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই।'

٢٩٨٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، اَىْ فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِىْ لاَتَوٰى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ

১। কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কাফিরদের কুৎসা করতেন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর দলবল নিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। তখন তাঁদের পদচালনার কারণে যে ধূলি ঊর্ধ্বে উঠত আমি যেন তা বানূ গানমের গলিতে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি।

banglainternet.com

২৯৮৯ আদম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের তত্ত্বাবধায়কগণ ডাকতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এ দিকে আস! তখন আবূ বকর (রা) বললেন, এমন ব্যক্তি সে তো এমন ব্যক্তি যার কোন ধ্বংস নেই। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের একজন হবে।

٢٩٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَا لاَ اَرٰى تُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ

২৯৯০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে আয়িশা! এই যে জিব্‌রাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আপনি তো এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না। একথা দ্বারা তিনি নবী ﷺ -কে উদ্দেশ্য করেছেন।

٢٩٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ح قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى يَعْنِيْ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرِيْلَ اَلاَ تَزُوْرُنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ : وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا اٰلاٰيَةَ

২৯৯১ আবূ নু'আইম (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাফর (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার নিকট যতবার আসেন তার চেয়ে বেশী আমার সাথে কেন দেখা করেন না? রাবী বলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ আর আমরা আপনার রবের নির্দেশ ব্যতীত আসতে পারি না। আমাদের সামনে এবং আমাদের পেছনে যা কিছু আছে সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। (সূরা মারয়াম ঃ ৬৪)

٢٩٩٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

banglainternet.com

২৯৯২ ইসমাঈল (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি সর্বদা তাঁর নিকট অধিক ভাষায় পাঠ করে শুনাতে চাইতাম। অবশেষে তা সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় সমাপ্ত হয়।'[১]

٢٩٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ

২৯৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল ছিলেন আর রমযান মাসে যখন জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরো বেশী দানশীল হয়ে যেতেন। জিব্‌রাঈল (রা) রমযানের প্রত্যেক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যখন জিব্‌রাঈল (আ) দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণে প্রেরিত বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন। আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। মা'মার (র) এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন আর আবূ হুরায়রা (রা) এবং ফাতিমা (রা) নবী ﷺ থেকে فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ -এর স্থলে أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

১। পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম শুধুমাত্র কুরায়শী ভাষায় অবতীর্ণ হয়। পরে নবী ﷺ -এর বাসনা অনুযায়ী আরবের সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হয়। পরে যখন এতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়; তখন একমাত্র কুরায়শী ভাষা রেখে বাকী সব আঞ্চলিক ভাষা রহিত করে দেয়া হয়।

banglainternet.com

يَقُوْلُ : نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

২৯৯৪ কুতাইবা (রা).....ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। একবার উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) আসরের সালাত কিছুটা দেরী করে আদায় করলেন। তখন তাঁকে উরওয়া (রা) বললেন, একবার জিব্‌রাঈল (আ) আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করালেন। তা শুনে উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) বললেন, হে উরওয়া! কি বলছ, চিন্তা কর। উত্তরে তিনি বললেন, আমি বশীর ইব্ন আবূ মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একবার জিব্‌রাঈল (আ) আসলেন, এরপর তিনি আমার ইমামতী করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি তাঁর আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গুনছিলেন।

٢٩٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لِىْ جِبْرِيْلُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ

২৯৯৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র).....আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, একবার জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে বললেন, আপনার উম্মাত থেকে যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যে আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নাই, তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা তিনি বলেছেন, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। নবী ﷺ বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে। জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, যদিও (সে যিনা করে ও চুরি করে তবুও)।[১]

٢٩٩٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمَلاَئِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ ، فَيَقُوْلُ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ

banglainternet.com

১। অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের ওপর ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। তবে শাস্তির উপযোগী গুনাহ করে থাকলে তা মাফ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিভোগ করতে হবে। এরপর জান্নাতে যাবে।

২৯৯৬ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফিরিশ্‌তাগণ একদলের পেছনে আর একদল আগমন করেন। একদল ফিরিশ্‌তা রাতে আসেন আর একদল ফিরিশ্‌তা দিনে আগমন করেন। তাঁরা ফজর ও আসর সালাতে একত্রিত হয়ে থাকেন। তারপর যারা তোমাদের কাছে রাত্রিযাপন করেছিল তারা আল্লাহ্‌র কাছে ঊর্ধ্বে চলে যান। তখন তিনি তাদেরকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি তাদের চেয়ে এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবহিত আছেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দাহদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সালাতের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর আমরা তাদের কাছে সালাতের অবস্থাতেই পৌঁছেছিলাম।

١٩٨٩. بَابُ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدٰاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১৯৮৯ পরিচ্ছেদ ঃ যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়

٢٩٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ وِسَادَةً فِيْهَا تَمَاثِيْلُ كَاَنَّهَا نُمْرُقَةٌ ، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ ، فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ مَا بَالُ هٰذِهِ الْوِسَادَةِ ، قُلْتُ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ ، وَاَنَّهُ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ

২৯৯৭ মুহাম্মদ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর জন্য প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি বালিশ তৈরী করেছিলাম। যেন তা একটি ছোট গদী। এরপর তিনি আমার ঘরে এসে দু' দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার কি অপরাধ হয়েছে? তিনি বললেন, এ বালিশটি কেন? আমি বললাম, এ বালিশটি আপনি এর উপর ঠেস দিয়ে বসতে পারেন আমি সে জন্য তৈরী করেছি। নবী ﷺ বললেন, (হে আয়িশা (রা)) তুমি কি জান না? যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেখানে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না? আর যে ব্যক্তি প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে? তাঁকে (আল্লাহ) বলবেন, 'তুমি যে প্রাণীর ছবি বানিয়েছ, এখন তাকে প্রাণ দান কর।'

banglainternet.com

٢٩٩٨ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ

২৯৯৮ ইব্ন মুকাতিল (র)..... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না।

٢٩٩٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَهُ اَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِيُّ الَّذِيْ كَانَ فِيْ حَجْرِ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا نَحْنُ فِيْ بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِيِّ اَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيْرِ، فَقَالَ : اِنَّهُ قَالَ اِلاَّ رَقْمٌ فِيْ ثَوْبٍ، اَلاَ سَمِعْتَهُ، قُلْتُ : لاَ قَالَ بَلٰى قَدْ ذَكَرَهُ

২৯৯৯ আহমদ (র).....আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না।' বুস্‌র (র) বলেন, এরপর যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাঁর শুশ্রূষার জন্য গেলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরে একটি পর্দায় কিছু ছবি দেখতে পেলাম। তখন আমি (বুস্‌র) ওবায়দুল্লাহ খাওলানী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কি আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেননি? তখন তিনি বললেন, তিনি (যায়িদ ইব্ন খালিদ (র) বলেছেন, প্রাণীর (ছবি নিষিদ্ধ) তবে কাপড়ের মধ্যে কিছু অংকন করা নিষিদ্ধ নয়, তুমি কি তা শুননি? আমি (বুস্‌র) বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তা বর্ণনা করেছেন।

٣٠٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيْلُ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ

banglainternet.com

৩০০০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলাইমান (র).....সালিম (রা) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ -কে (সাক্ষাতের) ওয়াদা দিয়েছিলেন। (কিন্তু তিনি সময় মত আসেন নি। নবী ﷺ -এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে।

٣٠٠١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৩০০১ ইসমাঈল (র).....আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (সালাতে) ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক। আপনার জন্য সকল প্রশংসা) কেননা যার এ উক্তি ফিরিশ্তাগণের উক্তির অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

٣٠٠٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اَحَدَكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَادَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ اَوْ يُحْدِثْ

৩০০২ ইব্রাহীম ইব্ন মুন্যির (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতে রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ এ বলে দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দিন; হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন (এ দু'আ চলতে থাকবে) যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি সালাত ছেড়ে না দাঁড়াবে অথবা তার উযূ ভঙ্গ না হবে।'

٣٠٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ قَالَ سُفْيَانُ فِيْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ وَنَادَوْا يَا مَالِ

banglainternet.com

৩০০৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে মিম্বারে উঠে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি; وَنَادَوْا يَا مَالِكُ (আর তারা ডাকল, হে মালিক!) (মালিক জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্‌তার নাম)। সুফিয়ান (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর ক্বিরাআতে وَنَادَوْا يَا مَالِكُ স্থলে وَنَادَوْا يَا مَالِ রয়েছে।

٣٠٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ وَكَانَ اَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِىْ عَلٰى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِىْ اِلٰى مَا اَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِىْ ، فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلاَّ وَاَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ ، فَاِذَا اَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِىْ ، فَنَظَرْتُ فَاِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِىْ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَنَادَانِىْ مَلَكُ الْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذٰلِكَ فِيْمَا شِئْتَ اِنْ شِئْتَ اَنْ اُطْبِقَ عَلَيْهِمِ الْاَخْشَبَيْنِ ؟ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

৩০০৪ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, উহুদের দিনের চাইতে কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার কাওম থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের থেকে সবচেয়ে বেশী কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইব্ন আবদে ইয়ালীল ইব্ন আবদের কলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার চিন্তা লাঘব হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে দৃষ্টি দিলাম। তার মধ্যে ছিলেন জিব্‌রাঈল (আ)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কাওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা প্রতি উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফিরিশ্‌তাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফিরিশ্‌তা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর

banglainternet.com

বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইন[১]কে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী ﷺ বললেন, (না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যে, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

٣٠٠٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ ، قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ : اَنَّهٗ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهٗ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ

৩০০৫ কুতাইবা (র).....আবূ ইসহাক শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যির ইব্ন হুবাইস (রা)-কে মহান আল্লাহর এ বাণীঃ "ফলে তাদের মধ্যে দু' ধনুকের পরিমাণ বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রইল। তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।" (৫৩ ঃ ৯-১০) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইব্ন মাসউদ (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ জিব্‌রাঈল (আ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল।

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ رَاٰى رَفْرَفًا اَخْضَرَ سَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ

৩০০৬ হাফস ইব্ন উমর (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত ঃ "নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন" (৫৩ ঃ ১৮)-এর মর্মার্থে বলেন, তিনি (নবী ﷺ) সবুজ বর্ণের রফরফ[২] দেখেছেন, যা আকাশের দিগন্তকে ঢেকে রেখেছিল।

٣٠٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ اَنْبَاَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهٗ فَقَدْ اَعْظَمَ وَلٰكِنْ قَدْ رَاٰى جِبْرِيْلَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَخَلْقِهٖ سَادًّا مَا بَيْنَ الْاُفُقِ

banglainternet.com

১। আখশাবাইন ঃ দু'টি কঠিন শিলার পাহাড়।
২। রফরফ অর্থ সবুজ কাপড়ের বিছানা।

৩০০৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইসমাঈল (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে ব্যক্তি বিরাট ভুল করবে। বরং তিনি জিব্‌রাঈল (আ)-কে তাঁর আসল আকৃতি এবং অবয়বে দেখেছেন। তিনি আকাশের দিগন্ত জুড়ে অবস্থান করছিলেন।

٣٠٠٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ الْاَشْوَعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَاَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ، قَالَتْ : ذَاكَ جِبْرِيْلُ كَانَ يَاْتِيْهِ فِى صُوْرَةِ الرَّجُلِ وَاِنَّهُ اَتَاهُ هٰذِهِ الْمَرَّةَ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ هِىَ صُوْرَتُهُ ، فَسَدَّ الْاُفُقَ

৩০০৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে আল্লাহ্‌র বাণীঃ "এরপর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাঁদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান অথবা তার চেয়েও কম। (৫৩ ঃ ৮,৯)-এর মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি জিব্‌রাঈল (আ) ছিলেন। তিনি স্বভাবত মানুষের আকৃতিতে তাঁর কাছে আসতেন। কিন্তু এবার তিনি কাছে এসেছিলেন তাঁর মূল আকৃতি ধারণ করে। তখন তিনি, আকাশের সম্পূর্ণ দিগন্ত ঢেকেছিলেন।

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَقَالاَ : اَلَّذِىْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ ، وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ

৩০০৯ মূসা (রা).....সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমি দেখেছি, দু'ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। তারা বলল, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিল সে হলো, দোযখের দারোগা মালিক আর আমি হলাম জিব্‌রাঈল এবং ইনি হলেন মীকাঈল।

٣٠١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ - تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَ اَبُوْ حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ

৩০১০ মুসাদ্দাদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকেন আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর ক্ষোভ

banglainternet.com

নিয়ে রাত যাপন করে, তবে ফিরিশ্‌তাগণ এমন স্ত্রীর উপর ভোর পর্যন্ত লানত দিতে থাকে। শুবা, আবূ হামযা, ইবন দাউদ ও আবূ মুআবিয়া (র) আ'মশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবূ আওয়ানা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٠١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْىُ عَنِّىْ فَتْرَةً فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِىْ قِبَلَ السَّمَاءِ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَنِىْ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَجِئْتُ اَهْلِىْ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ اِلٰى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَالرُّجْزُ الْاَوْثَانُ

৩০১১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। (হেরা গুহায় ওহী নাযিলের পর) আমার থেকে কিছু দিনের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে গেল। (একদিন) আমি পথ চলতে ছিলাম। এরই মধ্যে আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আকাশের প্রতি দৃষ্টি উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, হেরা পর্বতের গুহায় আমার কাছে যে ফিরিশ্‌তা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে আছেন। আমি তাতে ভয় পেয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। তারপর আমি পরিবার-পরিজনের কাছে আসলাম এবং বললাম, আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর, আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত। উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর.....অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। (৭৪ ঃ ১-৫) আবূ সালামা (রা) বলেন, অত্র আয়াতে الرُّجْزَ দ্বারা প্রতিমা বুঝানো হয়েছে।

٣٠١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح وَقَالَ لِىْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ مُوْسٰى رَجُلاً اٰدَمَ طُوَالاً جَعْدًا كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ ، وَرَاَيْتُ عِيْسٰى رَجُلاً مَرْبُوْعَ الْخَلْقِ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، سَبْطَ الرَّاْسِ ، وَرَاَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَالدَّجَّالَ

banglainternet.com

فِيْ أٰيَاتٍ اَرَاهُنَّ اللّٰهُ اِيَّاهُ ، فَلاَ تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ لِقَائِهِ ، قَالَ اَنَسٌ وَاَبُوْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَحْرُسُ الْمَلاَئِكَةُ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الدَّجَّالِ

৩০৯২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার ও খালীফা (র).....নবী ﷺ-এর চাচাতো ভাই ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মিরাজের রাত্রিতে আমি মূসা (আ)-কে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন; দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কুঞ্চিত। যেন তিনি শানূআ গোত্রের একজন লোক। আমি ঈসা (আ)-কে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। তাঁর দেহবর্ণ ছিল সাদা লালে মিশ্রিত। তিনি ছিলেন মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট। মাথার চুল ছিল অকুঞ্চিত। জাহান্নামের খাজাঞ্চি মালিক এবং দজ্জালকেও আমি দেখেছি। (সে রাতে) আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে বিশেষ করে যে সকল নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন তন্মধ্যে এগুলোও ছিল। সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না। আনাস এবং আবূ বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ফিরিশ্‌তাগণ মদীনাকে দাজ্জাল থেকে পাহারা দিয়ে রাখবেন।

١٩٩٠. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَاَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ ، قَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ : مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَالْبَوْلِ وَالْبُزَاقِ كُلَّمَا رُزِقُوْا اُتُوْا بِشَيْءٍ ثُمَّ اُتُوْا بِاٰخَرَ ، قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ اُتِيْنَا مِنْ قَبْلُ اُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا ، يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطُّعُوْمِ قُطُوْفُهَا يَقْطِفُوْنَ كَيْفَ شَاؤُا دَانِيَةٌ قَرِيْبَةٌ الاَرَائِكُ السُّرُرُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ النَّضْرَةُ فِي الْوُجُوْهِ وَالسُّرُوْرُ فِي الْقَلْبِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَلْسَبِيْلاً حَدِيْدَةُ الْجِرْيَةِ غَوْلٌ وَجَعُ الْبَطْنِ يُنْزَفُوْنَ لاَ تَذْهَبُ عُقُوْلُهُمْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دِهَاقًا مُمْتَلِئًا كَوَاعِبَ نَوَاهِدَ الرَّحِيْقُ الْخَمْرُ التَّسْنِيْمُ يَعْلُوْ شَرَابَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، خِتَامُهُ طِيْنُهُ مِسْكٌ نَضَّاخَتَانِ فَيَّاضَتَانِ يُقَالُ مَوْضُوْنَةٌ مَنْسُوْجَةٌ مِنْهُ وَضِنِيْنُ النَّاقَةِ وَالْكُوْبُ مَالاَ اُذُنَ لَهُ وَلاَ عُرْوَةَ ، وَالاَبَارِيْقُ ذَوَاتُ الاٰذَانِ وَالْعُرُبَا ، عُرُبًا مُثَقَّلَةً ، وَاحِدُهَا عَرُوْبٌ ، مِثْلُ صَبُوْرٍ وَصُبُرٍ ، يُسَمِّيْهَا اَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ وَاَهْلُ الْمَدِيْنَةِ اَلْغَنِجَةَ وَاَهْلُ الْعِرَاقِ اَلشَّكِلَةَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ ، وَالْمَنْضُوْدُ الْمَوْزُ وَالْمَخْضُوْدُ الْمُوْقَرُ حَمْلاً ، وَيُقَالُ اَيْضًا لاَ شَوْكَ لَهُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اِلَى اَزْوَاجِهِنَّ وَيُقَالُ مَسْكُوْبٌ جَارٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، لَغْوًا بَاطِلاً تَاْثِيْمًا كَذِبًا اَفْنَانٌ اَغْصَانٌ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ مَا يُجْتَنٰى

banglainternet.com

قَرِيْبَةً مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ

১৯৯০. পরিচ্ছেদ ঃ জান্নাতে বৈশিষ্টের বর্ণনা আর তা সৃষ্টবস্তু। আবুল আলীয়া (র) বলেন, مُطَهَّرَةٌ -মাসিক ঋতু, পেশাব ও থুথু হতে পবিত্র। كُلَّمَا رُزِقُوْا -যখনই তাদের সামনে কোন এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে, এরপরই অন্য এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে। তারা (জান্নাতবাসীরা) বলবে, এগুলো তো ইতিপূর্বেই আমাদেরকে পরিবেশন করা হয়েছে। أُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا তাদেরকে পরস্পর সদৃশ খাবার পরিবেশন করা হবে অথচ সেগুলো স্বাদে হবে বিভিন্ন। قُطُوْفُهَا -তারা যেভাবে ইচ্ছা ফল ফলাদি গ্রহণ করবে। دَانِيَةٌ -নিকটবর্তী। اَلْاَرَائِكُ -পালঙ্কসমূহ। হাসান বসরী (র) বলেন, اَلنَّضْرَةُ -চেহারার সজীবতা। আর اَلسُّرُوْرُ -মনের আনন্দ। মুজাহিদ (র) বলেন, سَلْسَبِيْلًا -দ্রুত প্রবাহিত পানি। غَوْل পেটের ব্যথা يُنْزِفُوْنَ -তাদের বুদ্ধি লোপ পাবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, دِهَاقًا -পরিপূর্ণ। كَوَاعِبَ -অংকুরিত যৌবনা তরুণী। اَلرَّحِيْقُ -পানীয়। اَلتَّسْنِيْمُ -জান্নাতবাসীদের পানীয় যা উঁচু হতে নিঃসৃত হয়। তার মোড়ক হবে কস্তুরী। نَضَّاخَتَانِ -দুই উচ্ছলিত (প্রস্রবণ)। مَوْضُوْنَةٌ -সোনা ও মনি মুক্তা দিয়ে তৈরী। এ শব্দটি হতেই وَضِيْنُ النَّاقَةِ -এর উৎপত্তি অর্থাৎ উটের পিঠের গদী। وَالْكُوْبُ -হাতল বিহীন পানপাত্র। وَالْاَبَارِيْقُ -হাতল বিশিষ্ট পানপাত্র। عُرُبًا -সোহাগিনী। একবচনে عَرُوْبٌ - যেমন صَبُوْرٌ -এর বহুবচন صُبُرٌ -মক্কাবাসী একে عَرِبَةٌ -মদীনাবাসী غَنِجَةٌ আর ইরাকীরা شَكِلَةٌ বলে থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, رَوْحٌ -জান্নাত ও স্বচ্ছল জীবন। اَلرَّيْحَانُ -জীবিকা। اَلْمَنْضُوْدُ -কলা। اَلْمَخْضُوْدُ -কাঁদী ভরা এটাও বলা হয়। যার কাঁটা নেই। اَلْعُرُبُ -স্বামীদের কাছে সোহাগিনী। مَسْكُوْبٌ -প্রবাহিত। فُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ -একটির উপর আরেকটি বিছানা। لَغْوٌ - অলীক কথা। تَاثِيْمًا -মিথ্যা। اَفْنَانٌ -ডালসমূহ। وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ -দুই বাগিচার ফল হবে তাদের নিকটবর্তী যা নিকট থেকে গ্রহণ করবে। مُدْهَامَّتَانِ -এ বাগিচা দু'টি ঘন সবুজ

٣٠١٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ

৩০১৩ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার পরকালের আবাসস্থল তার কাছে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতবাসী হয় তবে তাকে জান্নাতবাসীর আবাসস্থল আর যদি সে জাহান্নামবাসী হয় তবে তাকে জাহান্নামবাসীর আবাসস্থল দেখানো হয়।

٣٠١٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ

banglainternet.com

৩০১৪ আবুল ওয়ালীদ (র).....ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে আধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব লোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।'

٣٠١٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَبَكٰى عُمَرُ فَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

৩০১৫ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়ম (র)...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থিত। হঠাৎ দেখলাম এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে উযূ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? তারা উত্তরে বললেন, উমরের। তখন তাঁর (উমরের) আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার স্মরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে আসলাম।' একথা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার সম্মুখে কি আমার মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?'

٣٠١٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُوْلُهَا فِى السَّمَاءِ ثَلَاثُوْنَ مِيْلاً فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ مِنْ اَهْلٍ لَا يَرَاهُمُ الْاٰخَرُوْنَ - وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ سِتُّوْنَ مِيْلاً

৩০১৬ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়েস আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, '(জান্নাতে মু'মিনদের জন্য) শূণ্যগর্ভ মোতির তাঁবু থাকবে যার উচ্চতার দৈর্ঘ ত্রিশ মাইল। এর প্রতিটি কোনে মু'মিনদের জন্য এমন স্ত্রী থাকবে যাদেরকে অন্যরা কখনো দেখেনি।' আবূ আবদুস সামাদ ও হারিস ইব্‌ন উবায়দ আবূ ইমরান (র) থেকে (ত্রিশ মাইলের স্থলে) ষাট মাইল বলে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٣٠١٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

৩০১৭ হুমাইদী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার পূণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ জুড়ানো কি জিনিস লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।' (সূরা ৩২ ঃ ১৩)

٣٠١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

৩০১৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলের আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, পায়খানা করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত থাকবে । তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।'

٣٠١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ

banglainternet.com

الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى اَثَرِهِمْ كَاَشَدِّ كَوْكَبٍ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ ، يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ، لاَ يَسْقَمُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَبْصُقُوْنَ اٰنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُوْدُ مَجَامِرِهِمِ الْاَلُوَّةُ ـ قَالَ اَبُو الْيَمَانِ يَعْنِى الْعُوْدَ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْاِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَجْرِ وَالْعَشِيُّ مَيْلُ الشَّمْسِ اِلٰى اَنْ رَاٰهُ تَغْرُبُ

৩০১৯ আবুল ইয়ামান (রা).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল আকৃতি ধারণ করে প্রবেশ করবে আর তাদের পর যারা প্রবেশ করবে তারা অতি উজ্জ্বল তারকার মত রূপ ধারণ করবে। তাদের অন্তরগুলো এক ব্যক্তির অন্তরের মত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ থাকবে না আর পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্যের ফলে গোশ্ত ভেদ করে পায়ের নলাস্থিত মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। তারা অসুস্থ হবে না, নাক ঝাড়বে না, থুথু ফেলবে না তাদের পাত্রসমূহ হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আর চিরুনীসমূহ হবে স্বর্ণের। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ।' আবুল ইয়ামান (র) বলেন, অর্থাৎ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْاِبْكَارُ -অর্থ উষাকালের প্রথম অংশ اَلْعَشِيُّ অর্থ সূর্য ঢলে পড়ার সময় হতে তার অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সময়কাল।

٣٠٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْ سَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ لاَ يَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتّٰى اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

৩০২০ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র)....., সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা (বলেছেন) সাত লাখ লোক একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পেছনে এভাবে নয় আর তাদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে।

banglainternet.com

٣٠٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا

৩০২১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ জুফী (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদীয়া দেয়া হল। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন; লোকেরা (এর সৌন্দর্যের কারণে) তা খুব পছন্দ করল। তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই জান্নাতে সাদ ইব্‌ন মুআ'যের রুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

٣٠٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوْا يَعْجَبُوْنَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ اَفْضَلُ مِنْ هٰذَا

৩০২২ মুসাদ্দাদ (র)..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একখানা রেশমী কাপড় আনা হল। লোকজন এর সৌন্দর্য এবং কমনীয়তার কারণে তা খুব পছন্দ করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'অবশ্যই জান্নাতে সাদ ইব্‌ন মুআযের রুমাল এর চেয়েও অধিক উত্তম হবে।'

٣٠٢٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

৩০২৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)..... সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্যতম স্থানও দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।'

٣٠٢٤ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

banglainternet.com

৩০২৪ রাওহ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী এক শ' বছর পর্যন্ত চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

٣٠٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمٰنَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ : وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ

৩০২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে (কুরআনের এ আয়াত) তিলাওয়াত করতে পার وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এবং দীর্ঘ ছায়া। আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও ঐ জায়গার চেয়ে অনেক উত্তম যেখানে সূর্যোদয় হয় এবং সূর্যাস্ত যায় (অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে)।

٣٠٢٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِيْنَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ كَاَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمُ

৩০২৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে আর তাদের অনুগামী দলের চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বলতায় আকাশের উজ্জ্বল তারকার চেয়েও অধিক হবে। তাদের অন্তরসমূহ এক ব্যক্তির অন্তরের মত হবে। তাদের পরস্পর না থাকবে কোন বিদ্বেষ আর না থাকবে কোন হিংসা আর তাদের প্রত্যেকের জন্য ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট দু'জন করে এমন স্ত্রী থাকবে, যাদের পায়ের নলার মজ্জা হাঁড় ও গোশ্‌ত ভেদ করে দেখা যাবে।

banglainternet.com

٣٠٢٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ

৩০২৭ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যখন নবী ﷺ (এর ছেলে) ইব্‌রাহীম (রা) ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি বলেন, জান্নাতে এর জন্য একজন ধাত্রী রয়েছে।

٣٠٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ

৩০২৮ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধানের কারণে। সাহাবীগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো নবীগণের জায়গা। তাদের ছাড়া অন্যরা তথায় পৌছতে পারবে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে (তারা সেখানে পৌছতে পারবে)।

١٩٩١. بَابُ صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ فِيهِ عُبَادَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৯৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিস জোড়া জোড়া দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে আহবান জানানো হবে। এ কথাটি উবাদা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٣٠٢٩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

banglainternet.com

فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فِيْهَا بَابٌ يُسَمّٰى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ اِلاَّ الصَّائِمُوْنَ

৩০২৯ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র).....সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'জান্নাতে আটটি দরজা থাকবে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম হবে রাইয়্যান। একমাত্র রোযাদারগণই এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।'

١٩٩٢. بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَاَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ ، غَسَاقًا يَقُوْلُ غَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيَغْسِقُ الْجُرْحُ كَاَنَّ الْغَسَّاقَ وَالْغَسِيْقَ وَاحِدٌ غِسْلِيْنٌ كُلُّ شَىْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ فَهُوَ غِسْلِيْنٌ فِعْلِيْنٌ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الْجُرْحِ وَالدَّبَرِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبٌ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبًا اَلرِّيْحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْمِىْ بِهِ الرِّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ ، مَا يُرْمٰى بِهِ فِىْ جَهَنَّمَ هُمْ حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبَ فِى الْاَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ ، صَدِيْدٌ قَيْحٌ وَدَمٌ خَبَتْ طَفِئَتْ، تُوْرُوْنَ تَسْتَخْرِجُوْنَ ، اَوْرَيْتُ اَوْقَدْتُ لِلْمُقْوِيْنَ لِلْمُسَافِرِيْنَ ، وَالْقِىُّ الْقَفْرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صِرَاطُ الْجَحِيْمِ سَوَاءُ الْجَحِيْمِ وَوَسَطُ الْجَحِيْمِ لَشَوْبًا يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيْمِ زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ صَوْتٌ شَدِيْدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيْفٌ وِرْدًا عِطَاشًا غَيًّا خُسْرَانًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسْجَرُوْنَ تُوْقَدُبِهِمُ النَّارُ وَنُحَاسٌ اَلصُّفْرُ يُصَبُّ عَلٰى رُؤُسِهِمْ يُقَالُ ذُوْقُوْا بَاشِرُوا وَجَرِّبُوْا ، وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ مَارِجٍ خَالِصٍ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتَهُ اِذَا خَلاَّهُمْ يَعْدُوْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ، مَرِيْجٍ مُلْتَبِسٍ مَرِجَ اَمْرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ اِذَا تَرَكْتَهَا

১৯৯২. পরিচ্ছেদ ঃ জাহান্নামের বিবরণ আর তা সৃষ্টবস্তু। غَسَّاقًا প্রবাহিত পূঁজ যেমন কেউ বলে, তার চোখ প্রবাহিত হয়েছে ও ঘা প্রবাহিত হচ্ছে। غَسَّاقٌ আর غَسِيْقٌ একই অর্থ। غِسْلِيْنٌ যে কোন বস্তুকে ধৌত করার পর তা থেকে যা কিছু বের হয়, তাকে غِسْلِيْنٌ বলা হয়, এটা غَسْلٌ শব্দ থেকে فِعْلِيْنٌ -এর ওযনে হয়ে থাকে। ইকরিমা (র) বলেছেন, حَصَبُ جَهَنَّمَ-এর অর্থ জাহান্নামের জ্বালানী। এটা হাবশীদের ভাষা। আর অন্যরা বলেছেন, حَاصِبًا অর্থ দমকা হাওয়া। আর اَلْحَاصِبُ অর্থ বায়ু যা ছুঁড়ে ফেলে। এ থেকে হয়েছে حَصَبُ جَهَنَّمَ যার অর্থ হচ্ছে যা কিছু জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হয় আর এগুলোই এর জ্বালানী। اَلْحَصَبُ আর শব্দটি حَصْبَاءُ শব্দ হতে উৎপত্তি। যার অর্থ কংকরসমূহ। صَدِيْدٌ-পূঁজ ও রক্ত। خَبَتْ নিভে গেছে। تُوْرُوْنَ তোমরা আগুন বের করছ। اَوْرَيْتُ অর্থ আমি আগুন জ্বালিয়েছি। لِلْمُقْوِيْنَ -মুসাফিরগণের

banglainternet.com

উপকারার্থে। আর اَلْقِيُّ তরুলতা বিহীন মাঠ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, صِرَاطُ الْجَحِيْمِ অর্থ জাহান্নামের দিক ও তার মধ্যস্থল। لَشَوْبًا -তাদের খাদ্য অতি গরম পানির সাথে মিশানো হবে। زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ –কঠোর চিৎকার ও আর্তনাদ। وِرْدًا পিপাসার্ত। غَيًّا ক্ষতিগ্রস্ত। মুজাহিদ (র) বলেছেন يُسْجَرُوْنَ তাদের দ্বারা আগুন জ্বালানো হবে। আর نُحَاسٌ -অর্থ শীশা যা গলিয়ে তাদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে। বলা হয়েছে ذُوْقُوْا এর অর্থ স্বাদ গ্রহণ কর এবং অভিজ্ঞতা হাসিল কর। এটা কিন্তু মুখের দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা নয়। مَارِجٍ -নির্ভেজাল অগ্নি। مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتَهُ -আমীর তার প্রজাকে ছেড়ে দিয়েছে, কথাটি এ সময় বলা হয় যখন সে তাদেরকে ছেড়ে দেয় আর তারা একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে مَرِيْجٍ মিশ্রিত। مَرَجَ اَمْرُ النَّاسِ যখন মানুষের কোন বিষয় তালগোল পাকিয়ে যায়। আর مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ -অর্থ তিনি দু'টি নদী প্রবাহিত করেছেন। مَرَجْتَ دَابَّتَكَ এ কথাটি সে সময় বলা হয়, যখন তুমি তোমার চতুষ্পদ জন্তুকে ছেড়ে দাও।

৩০৩০ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ قَالَ اَبْرِدْ حَتّٰى فَاءَ الْفَىْءُ يَعْنِىْ لِلتُّلُوْلِ ثُمَّ قَالَ اَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

৩০৩০ আবুল ওয়ালীদ (র)....... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ -এক সফরে ছিলেন, তখন (যুহরের সালাতের ওয়াক্ত হল) তিনি বললেন, 'ঠাণ্ডা হতে দাও।' পুনরায় বললেন, 'টিলাগুলোর ছায়া নীচে নেমে আসা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হতে দাও।' আবার বললেন, '(যুহরের) সালাত ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে।'

৩০৩১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

৩০৩১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, (যুহরের) সালাত (রৌদ্রের উত্তাপ) ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে।'

৩০৩২ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا

banglainternet.com

فَاذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ

৩০৩২ আবুল ইয়ামান (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আরএকটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। অতএব তোমরা যে শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক (তা নিঃশ্বাসের প্রভাব)।'

٣٠٢٣ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِىَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ الضُّبَعِىِّ قَالَ كُنْتُ اُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَاَخَذَتْنِى الْحُمّٰى فَقَالَ اَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هِىَ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ اَوْ قَالَ بِمَاءِ زَمْزَمَ شَكَّ هَمَّامٌ

৩০৩৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).......আবূ জামরা যুবায়ী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে বসতাম। একবার আমি জ্বরে আক্রান্ত হই। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তোমার গায়ের জ্বর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর।' কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এটা দোযখের উত্তাপ হতেই হয়ে থাকে। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর অথবা বলেছেন, যমযমের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। (এর কোনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন) এ বিষয়ে বর্ণনাকারী হাম্মাম সন্দেহ পোষণ করেছেন।

٣٠٢٤ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمّٰى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ

৩০৩৪ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র)...... রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপ হতে। অতএব তোমাদের গায়ের সে তাপ পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।'

٣٠٢٥ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ

banglainternet.com

৩০৩৫ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।'

٣٠٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ

৩০৩৬ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে, অতএব তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা কর।'

٣٠٣٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا

৩০৩৭ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহান্নামীদের শাস্তির জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।'

٣٠٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ

৩০৩৮ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র).....ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -কে মিম্বারে আরোহণ করে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন, "আর তারা ডাকবে, হে মালিক।" (মালিক জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কের নাম)।

٣٠٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاُسَامَةَ لَوْ اَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ ، قَالَ : اِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ اَنِّيْ لَا اُكَلِّمُهُ اِلَّا

banglainternet.com

أَسْمِعُكُمْ إِنِّيْ أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُوْنَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُوْلُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيْرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

৩০৩৯ আলী (র).....আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে বলা হল, কত ভাল হত! যদি আপনি ঐ ব্যক্তির (উসমান (রা)-এর কাছে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে (বিদ্রোহ দমনের বিষয়ে) আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করছেন যে আমি তাঁর সঙ্গে (বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে) আপনাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। অথচ আমি তাঁর সঙ্গে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে) গোপনে আলোচনা করছি, যেন আমি (বিদ্রোহের) একটি দ্বার খুলে না বসি। (এ বিদ্রোহের) আমি দ্বার উন্মুক্তকারীর প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছি, যার পরে আমি কোন ব্যক্তিকে যিনি আমাদের আমীর নির্বাচিত হয়েছেন সেজন্য তিনি আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারি না। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কি বলতে শুনেছেন? উসামা (রা) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদিগকে সৎকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম। এ হাদীসটি গুনদার (র) শুবা (র) সূত্রে আমাশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٩٩٣. بَابُ صِفَةِ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُقْذَفُوْنَ يُرْمَوْنَ دُحُوْرًا مَطْرُوْدِيْنَ ، وَاصِبٌ دَائِمٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَدْحُوْرًا مَطْرُوْدًا يُقَالُ مَرِيْدًا مُتَمَرِّدًا ، بَتِّكَنَّهُ قَطِّعَنَّهُ ، وَاسْتَفْزِزْ اسْتَخِفَّ ، بِخَيْلِكَ الْفُرْسَانُ وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ، لَأَحْتَنِكَنَّ لَأَسْتَأْصِلَنَّ ، قَرِيْنٌ شَيْطَانٌ

banglainternet.com

১৯৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা। মুজাহিদ (র) বলেন, يُقْذَفُوْنَ-তাদের নিক্ষেপ করা হবে। دُحُوْرًا- তাদের হাঁকিয়ে বের করে দেয়া হবে। وَاصِبٌ- স্থায়ী। আর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, مَدْحُوْرًا হাকিয়ে বের করা অবস্থায়। مَرِيْدًا- বিদ্রোহীরূপে। بَتْكَ - তাকে ছিন্ন করেছে। وَاسْتَفْزِزْ - তুমি ভয় দেখাও। بِخَيْلِكَ -অশ্বারোহী। وَالرَّجْلُ -পদাতিকগণ। এর একবচন رَاجِلٌ- যেমন صَاحِبٌ এর বহুবচন صَحْبٌ আর تَاجِرٌ -এর বহুবচন تَجْرٌ- لَاَحْتَنِكَنَّ অবশ্যই আমি সমূলে উৎপাটন করব। قَرِيْنٌ - শয়তান

٣٠٤٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلَيَّ هِشَامٌ ، اَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى كَانَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ ، حَتّٰى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ، ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِيْ فِيْمَا فِيْهِ شِفَائِيْ اَتَانِيْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ، قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِيْمَاذَا قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ نَخْلُهَا كَاَنَّهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ اِسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ لَا اَمَّا اَنَا فَقَدْ شَفَانِيَ اللّٰهُ وَخَشِيْتُ اَنْ يُثِيْرَ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ

৩০৪৫ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। লায়স (র) বলেন, আমার নিকট হিশাম পত্র লিখেন, তাতে লেখা ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আয়িশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তা ভাল করে মুখস্থ করেছেন। আয়িশা (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়। এমনকি যাদুর প্রভাবে তাঁর খেয়াল হতো যে, তিনি স্ত্রীগণের বিষয়ে কোন কাজ করে ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি রোগ আরোগ্যের জন্য বারবার দু'আ করলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জান? আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের আরোগ্য নিহিত আছে? আমার নিকট দু'জন লোক আসল। তাদের একজন মাথার কাছে বসল আর অপরজন আমার পায়ের কাছে বসল। এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তির রোগটা কি? জিজ্ঞাসিত লোকটি জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম লোকটি বলল, তাকে যাদু কে করল? সে বলল, লবীদ ইব্ন আ'সাম। প্রথম ব্যক্তি বলল, কিসের দ্বারা (যাদু করল)? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তাকে যাদু করা হয়েছে, চিরুনি, সুতার তাগা এবং খেজুরের খোসায়। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, যারওয়ান কূপে। তখন নবী ﷺ সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন, এরপর তিনি

banglainternet.com

আয়িশা (রা)-কে বললেন, কূপের কাছের খেজুর গাছগুলো যেন এক একটা শয়তানের মুন্ড। তখন আমি (আয়িশা রা) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সেই যাদু করা জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন? তিনি বলেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন। আমার আশংকা হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। এরপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হল।

٣٠٤١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّاَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

৩০৪১ ইসমাইল ইব্‌ন আবী উআইস (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরার সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এখনো রাত অধিক রয়ে গেছে, অতএব শুয়ে থাক। এরপর সে লোক যদি জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। (অলসতা দূর হয়) তারপর যদি সে উযূ করে, তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায় (এটা অপবিত্রতার গিরা)। আর যদি সে সালাত আদায় করে তবে সব কয়টি গিরাই খুলে যায়। আর এ ব্যক্তি খুশীর সাথে পবিত্র মনে ভোর উদ্‌যাপন করবে, অন্যথায় সে অপবিত্র মনে অলসতার সাথে ভোর উদ্‌যাপন করবে।

٣٠٤٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنَيْهِ اَوْ قَالَ فِىْ اُذُنِهِ

৩০৪২ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন এক ব্যক্তি যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে।

٣٠٤٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ

banglainternet.com

اَمَا اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ

৩০৪৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট আসে, আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব হতে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে বাঁচিয়ে রাখ। এরপর তাদেরকে যে সন্তান দান করা হবে তাকে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَبْرُزَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَغِيْبَ وَلَا تَحَيَّنُوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا ، فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ اَوِ الشَّيْطَانِ ، لَا اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَ هِشَامٌ

৩০৪৪ মুহাম্মদ (ইব্‌ন সালাম) (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অস্ত যাবে তখন তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আর তোমরা সূর্যোদয়ের সময়কে এবং সূর্যাস্তের সময়কে তোমাদের সালাতের জন্য নির্ধারিত করো না। কেননা তা শয়তানের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, হিশাম (র) কি 'শয়তান' বলেছেন না 'আশ-শয়তান' বলেছেন তা আমি জানি না।

٣٠٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدِكُمْ شَىْءٌ ، وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى

banglainternet.com

فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

৩০৪৫ আবূ মা'মার (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সালাত আদায়ের সময় তোমাদের কারো সম্মুখ দিয়ে যখন কেউ চলাচল করবে তখন সে তাকে অবশ্যই বাধা দিবে। সে যদি অমান্য করে তবে আবারো তাকে বাধা দিবে। এরপরও যদি সে অমান্য করে তবে অবশ্যই তার সাথে লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান। 'উসমান ইব্ন হাইসাম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত (সাদাকায়ে ফিত্‌রের) হেফাজতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এরপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন হেফাজতকারী থাকবে এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। তখন নবী ﷺ বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাবাদী এবং শয়তান ছিল।

٣٠٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِي الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ

৩০৪৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে পানাহ্ চায় এবং বিরত হয়ে যায়।

٣٠٤٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ اَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّيْنَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ

৩০৪৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রমযান মাস আরম্ভ হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

banglainternet.com

٣٠٤٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مُوْسٰى قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا قَالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ ، وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ ، حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ

৩০৪৮ হুমাইদী (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, মূসা (আ) তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এসো। সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরটির কাছে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই এর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮ ঃ ৬২, ৬৩)। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে যে স্থানটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে স্থানটি অতিক্রম করা পর্যন্ত তিনি কোনরূপ ক্লান্তি বোধ করেন নি।

٣٠٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ اِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

৩০৪৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্‌লামা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেন, সাবধান! ফিত্‌না এখানেই। সাবধান! ফিত্‌না এখানেই। যেখান হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।

٣٠٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلِ اَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوْهُمْ وَاَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ، وَاَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ، وَاَوْكِ سِقَاءَكَ شَيْئًا وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ، وَخَمِّرْ اِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ شَيْئًا

banglainternet.com

৩০৫০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জা'ফর (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'সূর্যাস্তের পরপরই যখন রাত শুরু হয় অথবা বলেছেন, যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের কিছু অংশ চলে যাবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। সামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও।'

٣٠٥١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِيْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِيْ دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا رَاَيَا النَّبِيَّ ﷺ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَاِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا سُوْءًا اَوْ قَالَ شَيْئًا

৩০৫১ মুহাম্মদ ইব্ন গায়লান (র)..... সাফিয়্যা বিন্তে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে নববীতে) ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসলাম। এরপর তাঁর সাথে কিছু কথাবার্তা বললাম। তারপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। আর তাঁর (সাফিয়্যার) বাসস্থান ছিল উসামা ইব্ন যায়দের বাড়ীতে। এসময় দু'জন আনসারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল। তারা যখন নবী ﷺ -কে দেখল তখন তারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এ মহিলাটি (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা বিন্তে হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে অন্যরূপ ধারণা করতে পারি?) তিনি বললেন, মানুষের শরীরে রক্তধারায় শয়তান প্রবাহমান থাকে। আমি আশংকা করছিলাম, সে তোমাদের মনে কোন খারাপ ধারণা অথবা বললেন অন্য কিছু সৃষ্টি করে না কি।

٣٠٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ

banglainternet.com

فَاَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِيْ جُنُوْنٌ

৩০৫২ আবদান (র)..... সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন দু'জন লোক পরস্পর গালমন্দ করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি এমন একটি দু'আ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে সে যে রাগ অনুভব করছে তা দূর হয়ে যাবে। (তিনি বললেন) সে যদি পড়ে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান"-আমি শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে বলল, নবী ﷺ বলেছেন, তুমি যেন আল্লাহর কাছে শয়তান হতে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি?

٣٠٥٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتٰى اَهْلَهُ قَالَ : جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِيْ ، فَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

৩০৫৩ আদম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং বলে, "হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান হতে রক্ষা কর আর আমাকে এ দ্বারা যে সন্তান দিবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে হেফাজত কর। তাহলে যদি তাদের কোন সন্তান জন্মায়, তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার উপর কোন কর্তৃত্বও চলবে না। আসমা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়ত বর্ণনা করেন।

٣٠٥٤ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى صَلَاةً فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِيْ فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَاَمْكَنَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ فَذَكَرَهُ

banglainternet.com

৩০৫৪ মাহমূদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল। সে আমার সালাত নষ্ট করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তারপর পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

٣٠٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى لَا يَدْرِيَ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

৩০৫৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান (আযানের স্থান) স্বশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আযান শেষ হলে সামনে এগিয়ে আসে। আবার যখন (সালাতের জন্য) ইকামাত দেওয়া হয় তখন আবার পালাতে থাকে। ইকামাত শেষ হলে আবার সামনে আসে এবং মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে আর বলতে থাকে অমুক অমুক বিষয় মনে কর। এমনকি সে ব্যক্তি আর স্মরণ রাখতে পারে না যে, সে কি তিন রাকাআত পড়ল না চার রাকাআত পড়ল। এমন যদি কারো হয়ে যায়, সে মনে রাখতে পারে না কি তিন রাকাআত পড়েছে না চার রাকাআত? তবে সে যেন দু'টি সাহু সিজ্‌দা করে।

٣٠٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبِهِ بِإِصْبَعَيْهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ ، فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

৩০৫৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার উভয় আঙ্গুল দ্বারা টোকা মারে। ঈসা ইবন মরয়াম (আ)-এর ব্যতিক্রম। সে তাঁকে টোকা মারতে গিয়েছিল। (কিন্তু ব্যর্থ হয়) তখন সে পর্দার ওপর টোকা মারে।

banglainternet.com

٣٠٥٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ قَالُوْا اَبُوْ الدَّرْدَاءِ قَالَ اَفِيْكُمُ الَّذِيْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ ﷺ

৩০৫৭ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম, লোকেরা বলল, ইনি আবূ দারদা (রা)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মাঝে কি সে লোক আছে, যাকে নবী ﷺ -এর মৌখিক দু'আয় আল্লাহ্ শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন?'

٣٠٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ وَالَّذِيْ اَجَارَهُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ ﷺ يَعْنِيْ عَمَّارًا * قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلَالٍ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ اَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْاَمْرِ يَكُوْنُ فِي الْاَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِيْنُ الْكَلِمَةَ فَتُقِرُّهَا فِيْ اٰذَانِ الْكُهَّانِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُوْرَةُ فَيَزِيْدُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ

৩০৫৮ সুলাইমান ইব্ন হারব (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর মৌখিক দুআয় শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি হলেন, আম্মার (রা)। লায়স (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'ফিরিশ্তাগণ মেঘের মধ্যে এমন সব বিষয় আলোচনা করেন, যা পৃথিবীতে ঘটবে। তখন শয়তানেরা দু' একটি কথা শুনে ফেলে এবং তা গণকদের কানে এমনভাবে ঢেলে দেয় যেমন বোতলে পানি ঢালা হয়। তখন তারা এ সত্য কথার সাথে শত প্রকারের মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বলে।'

٣٠٥٩ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ : هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ

banglainternet.com

৩০৫৯ আসিম ইব্‌ন আলী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা দমন করবে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হা' বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

٣٠٦٠ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ اَخْبَرَنَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَاُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِىْ اَبِىْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ فَمَازَالَتْ فِيْ حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ

৩০৬০ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হলো, তখন ইব্‌লীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তোমাদের পেছনের লোকদের প্রতি সতর্ক হও। অতএব সামনের লোকেরা পেছনের লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে উভয় দলের মধ্যে নতুনভাবে সংঘর্ষ শুরু হল। হুযায়ফা (রা) হঠাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন। (মুসলমানগণ তাঁর ওপর আক্রমণ করছে) তখন তিনি (হুযায়ফা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার পিতা! আমার পিতা! (তিনি মুসলিম) কিন্তু আল্লাহর কসম, তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বলেন, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত হুযায়ফা (রা) (তাঁর পিতার হত্যাকারীদের জন্য) দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকেন।

٣٠٦١ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ اَحَدِكُمْ

৩০৬১ হাসান ইব্‌ন রাবী (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সালাতের মধ্যে মানুষের এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হল শয়তানের এক ধরনের ছিনতাই, যা সে তোমাদের এক জনের সালাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

banglainternet.com

٣٠٦٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَا يَضُرُّهُ

৩০৬২ আবুল মুগীরা ও সুলাইমান ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সৎ ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন ভীতিকর মন্দ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে আর শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তা হলে এরূপ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَأْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

৩০৬৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একশ বার এ দু'আটি পড়বেঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বস্তুর ওপর সর্বশক্তিমান। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে

banglainternet.com

এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির আমল অধিক পরিমাণ করবে।

٣٠٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ اِسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ ، فَلَمَّا اِسْتَاذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِىْ كُنَّ عِنْدِىْ ، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ اِبْتَدَرْنَ الْحِجَابَ ، قَالَ عُمَرُ فَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ يَهَبْنَ ، ثُمَّ قَالَ اَىْ عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِىْ وَلَا تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ : اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (ص) وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ، مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

৩০৬৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কুরায়শ মহিলা কথাবার্তা বলছিল। তারা খুব উচ্চস্বরে কথা বলছিল। এরপর যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, তারা উঠে দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন। তখন উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা স্মীতহাস্যে রাখুন।' তিনি বললেন, আমার কাছে যে সব মহিলা ছিল তাদের ব্যাপারে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তারা যখনই তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তখনই দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেই তাদের অধিক ভয় করা উচিত ছিল।' এরপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে আত্মশত্রু মহিলাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করছ অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয় করছ না? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ, কারণ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এরচেয়ে অধিক কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

banglainternet.com

'কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে পথে গমন কর শয়তান কখনও সে পথে চলে না বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।'

٣٠٦٥ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اسْتَيْقَظَ اَرَاهُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ

৩০৬৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে উঠল এবং উযূ করল তখন তার নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা উচিত। কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত যাপন করেছে।'

١٩٩٤. بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِي الْاٰيَةَ ، بَخْسًا نَقْصًا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ : اَلْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ اُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ عِنْدَ الْحِسَابِ

১৯৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ জিন্ন জাতি এবং তাদের সাওয়াব ও আযাবের বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণীঃ হে জিন্ন ও মানব জাতি! তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ কি তোমাদের কাছে আসেন নি? তারা কি তোমাদের সামনে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেননি? (সূরা আন্‌আমঃ ১৩০) بَخْسًا ক্ষতি। وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا (৩৭ ঃ ১৫৮ আয়াতের তাফসীরে) মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশ কাফিররা ফিরিশ্‌তাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং তাদের মাতাদেরকে জিন্নের নেতাদের কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। মহান আল্লাহ বলেনঃ জিন্নগণ অবশ্যই জানে যে, তাদেরকে হিসাবের সময় উপস্থিত করা হবে।

٣٠٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ اِنِّيْ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ

banglainternet.com

فِيْ غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩০৬৬ কুতাইবা (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)-কে বলেছেন, 'আমি তোমাকে দেখছি তুমি ছাগপাল ও মরুভূমি পছন্দ করছ। অতএব, তুমি যখন তোমার ছাগপালসহ মরুভূমিতে অবস্থান করবে, সালাতের সময় হলে আযান দিবে, তখন তুমি উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা মুআয্যিনের কণ্ঠস্বর জ্বিন, মানুষ ও যে কোন বস্তু শুনে, তারা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।' আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

١٩٩٥. بَابُ وَقَوْلِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَزَّ : وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اِلَى قَوْلِهِ اُولٰئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُبِيْنٍ ، مَصْرِفًا مَعْدِلاً ، صَرَفْنَا وَجَّهْنَا

১৯৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ "স্মরণ করুন ঐ সময়কে যখন আমি জিন্নদের একদলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম..... তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে পর্যন্ত।..... (সূরা আহকাফঃ ২৯-৩২)। مَصْرِفًا অর্থ ফিরিবার স্থান। صَرَفْنَا ফিরিয়ে দিলাম

١٩٩٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الشُّعْبَانُ اَلْحَيَّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا يُقَالُ الْحَيَّاتُ اَجْنَاسٌ ، اَلْجَانُّ وَالْاَفَاعِي وَالْاَسَاوِدُ اَخْذُ بِنَاصِيَتِهَا فِيْ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٍ بُسُطُ اَجْنِحَتَهُنَّ يَقْبِضْنَ يَضْرِبْنَ بِاَجْنِحَتِهِنَّ

১৯৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ আর আল্লাহ তথায় (যমীনে) প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, شُعْبَانٌ হলো পুরুষ সাপ। বলা হয় সাপ বিভিন্ন প্রকারের হয়, শ্বেত সাপ, মাদীসাপ আর কাল সাপ, اَخْذُ بِنَاصِيَتِهَا অর্থ আল্লাহ তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্বে সকল জীবকে রেখেছেন, صَافَّاتٍ তাদের ডানাগুলো সম্প্রসারিত অবস্থায়। يَقْبِضْنَ তারা তাদের ডানাগুলো সংকুচিত করে।

٣٠٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ

banglainternet.com

ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَيْنَا اَنَا اُطَارِدُ حَيَّةً لِاَقْتُلَهَا ، فَنَادَانِىْ اَبُوْ لُبَابَةَ لَا تَقْتُلْهَا ، فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ اِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ ، وَهِىَ الْعَوَامِرُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، فَرَاٰنِىْ اَبُوْ لُبَابَةَ اَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَابَعَهُ يُوْنُسُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَاِسْحٰقُ الْكَلْبِىُّ وَالزُّبَيْدِىُّ ، وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ وَابْنُ مُجَمِّعٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاٰنِىْ اَبُوْ لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ

৩০৬৭ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -কে মিম্বারের উপর ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছেন, 'সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে মেরে ফেল ঐ সাপ, যার মাথার উপর দু'টো সাদা রেখা আছে এবং লেজ কাটা সাপ। কেননা এ দু' প্রকারেরর সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় ও গর্ভপাত ঘটায়।' আবদুল্লাহ (রা) বললেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পেছনে ধাওয়া করছিলাম। এমন সময় আবু লুবাবা (রা) আমাকে ডেকে বললেন, সাপটি মেরো না। তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাপ মারার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এরপরে নবী ﷺ যে সাপ ঘরে বাস করে যাকে 'আওয়ামির' বলা হয় এমন সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। আবদুর রায্যাক (র) মা'মার (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আমাকে দেখেছেন আবু লুবাবা অথবা যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা) আর অনুসরণ করেছেন মা'মার (র)-কে ইউনুস ইব্ন উয়াইনা, ইসহাক কলবী ও যুবাইদী (র) এবং সালিহ, ইব্ন আবূ হাফসা ও ইব্ন মুজাম্মি' (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'আমাকে দেখেছেন আবূ লুবাবা ও যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা)।'

١٩٩٧. بَابُ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ

১৯৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ ছাগ-পাল, যা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায়

٣٠٦٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ

banglainternet.com

الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৩০৬৮ ইসমাঈল (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে সময় অতি নিকটে যখন একজন মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগ-পাল। যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টির এলাকায় (তৃণভূমিতে) চলে যাবে; সে ফিত্না থেকে স্বীয় দীন রক্ষার্থে পলায়ন করবে।

٣٠٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِى اَهْلِ الْخَيْلِ وَالْاِبِلِ ، وَالْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ ، وَالسَّكِيْنَةُ فِى اَهْلِ الْغَنَمِ

৩০৬৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং গ্রাম্য কৃষকদের মাঝে, আর শান্তি ছাগপালের মালিকদের মাঝে।'

٣٠٧٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : اَلْاِيْمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا ، اَلاَ اِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِىْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ

৩০৭০ মুসাদ্দাদ (র)..... উক্বা ইব্ন আম্র আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাতের দ্বারা ইয়ামানের দিকে ইশারা করে বললেন, ঈমান এদিকে। দেখ কঠোরতা এবং অন্তরের কাঠিন্য ঐ সব কৃষকদের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে থেকে চিৎকার করেঃ যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি উদয় হবে অর্থাৎ রাবীয়া ও মুযার গোত্রদ্বয়ের মধ্যে।

banglainternet.com

٣٠٧١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ

اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا ، وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَاَى شَيْطَانًا

৩০৭১ কুতাইবা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চেয়ে দু'আ কর। কেননা এ মোরগ ফিরিশতাদের দেখে আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।'

٣٠٧٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَاَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا * قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَ مَا اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ اُذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ

৩০৭২ ইসহাক (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে অথবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকিয়ে রাখবে। কেননা এসময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, হাদীসটি আমর ইব্ন দীনার (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ থেকে আতা (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি اُذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ বলেন নি।

٣٠٧٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فُقِدَتْ اُمَّةٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَا يُدْرٰى مَا فُعِلَتْ وَاِنِّىْ لَا اُرَاهَا اِلَّا الْفَارَ اِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ

banglainternet.com

الْاِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَاِذَا وُضِعَ لَهَا اَلْبَانُ الشَّاةِ شَرِبَتْ فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ اَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُهُ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِيْ مِرَارًا فَقُلْتُ اَفَاَقْرَاُ التَّوْرَاةَ

৩০৭৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানে না তাদের কি হলো আর আমি তাদেরকে ইঁদুর বলেই মনে করি। কেননা তাদের সামনে যখন উটের দুধ রাখা হয়, তারা তা পান করে না, আর তাদের সামনে ছাগলের দুধ রাখা হয় তারা তা পান করে (আবূ হুরায়রা (রা) বলেন) আমি এ হাদীসটি কা'বের নিকট বললাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন? আপনি কি এটা নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি কয়েকবার আমাকে একথাটি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমি বললাম, আমি কি তাওরাত কিতাব পড়েছি?

٣٠٧٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِهِ

৩০৭৪ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ গিরগিট বা রক্তচোষা টিকটিকিকে নিকৃষ্টতম ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একে হত্যা করার আদেশ দিতে শুনেনি। আর সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী ﷺ একে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

٣٠٧٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اُمَّ شَرِيْكٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهَا بِقَتْلِ الْاَوْزَاغِ

৩০৭৫ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র)..... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে শারীক (র) তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ তাকে গিরগিট বা রক্তচোষা জাতীয় টিকটিকি হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

banglainternet.com

٣٠٧٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَاِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ

৩০৭৫ 'উবায়দা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপকে মেরে ফেল। কেননা এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করে আর গর্ভপাত ঘটায়।'

٣٠٧٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ اِنَّهُ يُصِيْبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ

৩০৭৭ মুসাদ্দাদ (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লেজকাটা সাপকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর বলেছেন, এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٣٠٧٨ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ اَبِيْ يُوْنُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهٰى ، قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيْهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوْا اَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوْا فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَكُنْتُ اَقْتُلُهَا لِذٰلِكَ فَلَقِيْتُ اَبَا لُبَابَةَ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقْتُلُوْا الْجِنَّانَ ، اِلَّا كُلَّ اَبْتَرَ ذِيْ طُفْيَتَيْنِ ، فَاِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ ، وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوْهُ

৩০৭৮ আমর ইব্ন আলী (র)..... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) প্রথমে সাপ মেরে ফেলতেন। পরে মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ একবার তাঁর একটি দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন। তাতে তিনি সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, দেখ! কোথায় সাপ আছে? লোকেরা দেখল (এবং তাঁকে জানাল) তিনি বললেন, একে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মেরে ফেলতাম। এরপর আবূ লুবাবার সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন, নবী ﷺ বলেছেন, পিঠের উপর দু'টি রেখা বিশিষ্ট এবং লেজকাটা সাপ ব্যতীত অন্য কোন সাপকে তোমরা মেরো না। কেননা এগুলো গর্ভপাত ঘটায় এবং চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়। তাই এ জাতীয় সাপ মেরে ফেল।

banglainternet.com

٣٠٧٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْتِ فَاَمْسَكَ عَنْهَا

৩০৭৯ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাপ মেরে ফেলতেন। এরপর আবূ লুবাবা (রা) তাঁকে একটি হাদীস শুনালেন যে, নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা বন্ধ করে দেন।

١٩٩٨. بَابُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ

১৯৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ শ্রেণীর অনিষ্টকারী প্রাণীকে হরম শরীফেও হত্যা করা যাবে

٣٠٨٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ

৩০৮০ মুসাদ্দাদ (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী বেশী অনিষ্টকারী। এদেরকে হারাম শরীফেও হত্যা করা যায়। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর।

٣٠٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ، اَلْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ

৩০৮১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকারের অনিষ্টকারী প্রাণী যাদেরকে কেউ ইহরাম অবস্থায়ও যদি মেরে ফেলে, তাহলে তার কোন গুনাহ নেই। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, কাক এবং চিল।

banglainternet.com

٣٠٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ خَمِّرُوا الْآنِيَةَ ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

৩০৮২ মুসাদ্দাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, পান-পাত্রগুলো বন্ধ করে রেখো, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে রেখো আর সাঁঝের বেলায় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকিয়ে রেখো। কেননা এসময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছুকে দ্রুত পাকড়াও করে। আর নিদ্রাকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। কেননা অনেক সময় ছোট ছোট অনিষ্টকারী ইঁদুর প্রজ্বলিত সলতেযুক্ত বাতি টেনে নিয়ে যায় এবং গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।' ইব্‌ন জুরাইজ এবং হাবীব (র) আতা (র) থেকে "কেননা এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে" এর পরিবর্তে "শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে" বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا * وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً * وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

৩০৮৩ 'আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক গুহায় ছিলাম। তখন وَالْمُرْسَلَاتِ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে সূরাটি শিখে নিচ্ছিলাম। এমনি সময় একটি সাপ বেরিয়ে আসল তার গর্ত থেকে।

banglainternet.com

আমরা তাকে মারার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু সে আমাদের আগেই ভেগে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমাদের অনিষ্ট থেকে যেমন রক্ষা পেয়েছে, তোমরাও তেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছ। ইসরাঈল (র) আমাশ, ইব্‌রাহীম, আলকামা (র)-ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমরা সূরাটি তাঁর মুখ থেকে বের হবার সাথে সাথে শিখে নিচ্ছিলাম। আবূ আওয়ানা মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর হাফস, আবূ মুআবিয়া ও সুলাইমান ইব্‌ন কারম, আ'মাশ, ইব্‌রাহীম, আসওয়াদ (র)-ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨٤ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ * قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

৩০৮৪ নাসর ইব্‌ন আলী (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে না- তাকে খাবার দিয়েছিল, না তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত। আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٨٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرَ بِجَهَازِهِ فَاُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِبَيْتِهَا فَاُحْرِقَ بِالنَّارِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً

৩০৮৫ ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী একটি গাছের নীচে অবতরণ করেন। এরপর তাঁকে একটি পিঁপড়ায় কামড় দেয়। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। এগুলো গাছের নীচ হতে বের করে দেয়া হল। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে পিঁপড়ার বাসা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, 'তুমি একটি মাত্র পিঁপড়াকে কেন সাজা দিলে না?'

banglainternet.com

١٩٩٩. بَابُ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَاِنَّ فِىْ اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْاُخْرَى شِفَاءً

১৯৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে ডুবিয়ে দেবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ জীবানু থাকে আর অপরটিতে থাকে প্রতিষেধক

٣٠٨٦ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَاِنَّ فِىْ اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْاُخْرَى شِفَاءً

৩০৮৬ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)..... 'উবাইদ ইব্‌ন হুনায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। তারপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় থাকে রোগ জীবানু আর অপর ডানায় থাকে এর প্রতিষেধক।'

٣٠٨٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُفِرَ لِامْرَاَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَاْسِ رَكِىٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَلَهَا بِذٰلِكَ

৩০৮৭ আল-হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জনৈক ব্যাভিচারিণীকে (এ কারণে) ক্ষমা করে দেওয়া হয় যে, একদা সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। রাবী বলেন, পানির পিপাসায় তাকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। তখন ব্যাভিচারিণী মহিলাটি তার মোজা খুলে তার উড়নার সাথে বাঁধল। তারপর সে (তা কূপে ছেড়ে দিয়ে) কূপ হতে পানি তুলে আনল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো) এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।'

banglainternet.com

٣٠٨٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنَ

الزُّهْرِيِّ كَمَا اَنَّكَ هَاهُنَا اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ

৩০৮৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবূ তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ঘরে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশ্‌তাগণ প্রবেশ করেন না।'

٣٠٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ

৩০৮৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।'

٣٠٩٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

৩০৯০ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে প্রতিদিন তার আমলনামা হতে এক ক্বীরাত করে সাওয়াব কমতে থাকবে। তবে কৃষিখামার অথবা পশুরপাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত শিকারী কুকুর এর ব্যতিক্রম।'

banglainternet.com

for more ebook click @ banglainternet.com